দৈনিক জনতা

তারিখ 27 JUL 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

৭

বাণিজ্য অনুষদ লাইব্রেরি প্রসংগে

বাণিজ্য অনুষদ লাইব্রেরির উপর বাণিজ্য অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে দরকারি বই-পুস্তকের খুবই অভাব। আবার যে কটি কপি আছে তা লাইব্রেরিয়ান সাহেব নিজের লোকদের দিয়ে রেখেছেন। লাইব্রেরি পরিচালনার অদক্ষতা, অনিয়ম এবং স্বেচ্ছাচারিতার কারণে অনেক বই বাইরে চলে গেছে। এই লাইব্রেরি থেকে বই-পুস্তক বাইরে দেয়ার কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু সে নিয়মের তোয়াক্কা না করে অনেক বই বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে ২/৩ মাসের জন্যে দিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা লাইব্রেরিতে এসে বই পাচ্ছে না। এছাড়া সকাল ১১/১২টার সময় লাইব্রেরিতে পড়ার কোনো পরিবেশ থাকে না। প্রায়ই হৈচৈ হয়। এ ব্যাপারে লাইব্রেরিয়ানের সাথে যোগাযোগ করেও কোনো লাভ হয়নি। বিষয়টির প্রতি আমি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ এহসানুল হক এমকম মার্কেটিং বিভাগ, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাঃবিঃ।

সন্ত্রাস আর কত দিন?

অনেক আশায় বুক বেঁধেছিলাম আমরা সাধারণ ছাত্রসমাজ। তথাকথিত স্বৈরাচার বিদায় নেবার সাথে সাথে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। শিক্ষাঙ্গনে ফিরে আসবে শান্তি, শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা। শিক্ষা যেমন জাতির মেরুদন্ড, শিক্ষাঙ্গনও তেমনি দেশের মেরুদন্ড। কোনো দেশকে দুর্বল করতে হলে সর্বপ্রথম শিক্ষাঙ্গনে অশুভ ছায়া ফেলতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি, বেশৃংখলা, সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারলে দেশকে গোলাম বানানো সহজ হয়। আজ সুপরিকল্পিতভাবে দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে বলে মনে হয়। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, যখন ইচ্ছে তখন, গুলিবর্ষণের ঘটনাই প্রমাণ করে শিক্ষাঙ্গন আজ কতটা নিরাপত্তাহীন। শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ডিসির আহবানে যখন সকল রাজনৈতিক দল বৈঠকে বসেন ডিসির কক্ষে, ঠিক তখনই সংঘটিত হয় আর একটি ভয়াবহ সন্ত্রাস। একটি রাজনৈতিক দলের প্রধানের ওপর চলে নির্মম নির্যাতন। অন্যান্য দলীয় নেতারা তা রোধ করতে গিয়েও লাঞ্ছিত হন। এ ধরনের যথেচ্ছাচারের নামই কি গণতন্ত্র? আজ আমাদের এখানে সন্ত্রাস কতদিন চলবে? আর কত দিন সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মি হয়ে থাকবে আমাদের শিক্ষাঙ্গন?

মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।